ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় (صفة صلوات متفرقة)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৫. ঈদায়নের ছালাত (صلاة العيدين)

সূচনা : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরী সনে চালু হয়।[1] ঈদায়েন হ'ল মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদায়নের উৎসব হবে পবিত্রতাময় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ্বীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদ্বীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا، يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، متفق عليه-

'আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিনের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।[2] দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[3]

গুরুত্ব : ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ইসলামের প্রকাশ্য ও সেরা নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সূর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদায়নের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র মাসজিদুল হারামে ঈদায়নের ছালাত সিদ্ধ রাখা হয়েছে বিশালায়তন হওয়ার কারণে এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের সংকীর্ণতার কারণে।[4] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ্বীনায় মসজিদে নববী-র বাইরে খোলা ময়দানে নিয়মিতভাবে ঈদায়নের ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়নের জামা'আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[5]

নিয়মাবলী : ঈদায়নের ছালাতে আযান বা এক্বামত নেই। সকলকে নিয়ে ইমাম প্রথমে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখবেন। [6] একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। দুই খুৎবা সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল। [7]

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে তাদের বোধগম্য ভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাসহ খুৎবা দিবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন ও দো'আয় শরীক হবেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, 'উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, নছীহত ও দো'আ বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন

আমল বর্ণিত হয়নি’। [8]

জ্ঞাতব্য : (১) বৃষ্টি কিংবা ভীতির কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ’লে মসজিদে ঈদের জামা‘আত করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে ‘বাত্বহান’ (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। [9] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা‘আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা‘আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা‘আত সহকারে ঈদের ন্যায় তাকবীর সহ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে নিবে।[10] (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা‘আতের সাথে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। [11] (৪) জুম‘আ ও ঈদ একই দিনে হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু’টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম‘আ অপরিহার্য করেননি।[12] অবশ্য দু’টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।[13]

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী‘আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ অযৌক্তিক দাবী মাত্র। কেননা আল্লাহ বলেন,فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে’ (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো’। [14] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে।[15]

অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ **(التكبيرات الزوائد)** :

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত বারোটি তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[16] যেমন

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَى الرُّكُوْعِ، رَوَاهُ أبو داؤدَ۔ وَفِى رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ۔

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন রুকূর দুই তাকবীর ব্যতীত’ [17] এবং ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’।[18]

(২) ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) তার পিতা হ’তে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً فِى الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِي الْأَخِيْرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، وفى رواية: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ، رواه الدارقطنى والبيهقى۔

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরে ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’ প্রথম রাক‘আতে সাতটি ও শেষ রাক‘আতে পাঁচটি সহ মোট বারোটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতেন’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছালাতের তাকবীর’ ব্যতীত।[19]

অত্র হাদীছটি সম্পর্কে ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির‘আত উভয়ে বলেন, الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيئ فى الباب ‘এটা পরিস্কার যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ’।[20]

শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও তাঁর উসতায আলী ইবনুল মাদ্বীনী হাদীছটিকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। আল্লামা নীমভী বলেন, হাদীছটির সনদের মূল কেন্দ্রবিন্দু (مدار) হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী। তাঁকে কোন কোন বিদ্বান ‘যঈফ’ বলেছেন। ছাহেবে মির‘আত বলেন, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদ্বীনী প্রমুখ বিদ্বানগণের ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের (جهابذة) বক্তব্যের পরে অন্যদের বক্তব্যের প্রতি দৃকপাত না করলেও চলে। মুজতাহিদ ইমামগণ এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনু ‘আদী বলেন, আমর ইবনু শু‘আইব থেকে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফীর সকল হাদীছ সুদৃঢ় (مستقيمة)। হাফেয ইরাক্বী বলেন, إسناده صالح ‘অত্র হাদীছের সনদ দলীলযোগ্য’। তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন, فالحاصل أن حديث عبد الله بن عمرو حسن صالح الاحتجاج و يؤيده الأحاديث التى أشار إليها الترمذى ‘সারকথা এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমরের হাদীছটি ‘হাসান’ ও দলীল গ্রহণের যোগ্য এবং একে শক্তিশালী করে ঐ সকল হাদীছ, যেগুলির দিকে তিরমিযী ইঙ্গিত করেছেন’।[21]

(৩) কাছীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، رواه الترمذىُّ وابنُ ماجه-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন’। [22] কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِيْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থ : হাদীছটির সনদ ‘হাসান’ এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত ‘সর্বাধিক সুন্দর’ রেওয়ায়াত।[23] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِيْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ، نقله البيهقي في السنن الكبري-

‘ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিকতর ছহীহ আর কোন রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও সে কথা বলি’। [24]

তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর বলেন। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইসহাক্ব, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বান তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত

তাকবীর বলেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ‘এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা হ’ল তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’। [25]

কারণ
(১) তাকবীরে তাহরীমা হ’ল ফরয, যা সকল ছালাতে প্রযোজ্য। আর এটি হ’ল সুন্নাত ও অতিরিক্ত, যা কেবল ঈদায়নে প্রযোজ্য।
(২) কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল ‘আছ হযরত আবু মূসা আশ‘আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছেন সেকথা জিজ্ঞেস করেন। [26] নিশ্চয়ই তিনি সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি।
(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে তাঁর নিজস্ব আমল হিসাবে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের ‘আছার’ সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আলবানী বলেন, তবে তাঁর ১২ তাকবীরের বর্ণনাটিই আমার নিকট অধিকতর ছহীহ’...।[27] তাছাড়া আব্বাসীয় খলীফাগণ ১২ তাকবীরের অনুসারী হওয়ায় বুঝা যায় যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর আমল ১২ তাকবীরের উপরে ছিল। এক্ষণে যদি তাকবীরে তাহরীমা সহ (৮+৫) ১৩ তাকবীর গণনা করা হয়, তাহ’লে পূর্বোক্ত ছহীহ হাদীছ ও অত্র আছারে কোন বিরোধ থাকে না। বরং দু’টির উপরেই আমল করা যায়।
(৪) ছাহাবীর আমলের উপরে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারযোগ্য।
(৫) শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ ‘অতিরিক্ত তাকবীর’ হিসাবে গণ্য করেছেন।[28] অতএব এগুলিকে অতিরিক্ত হিসাবেই গণ্য করা উচিৎ এবং তা হবে ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। কেননা হাদীছে উক্ত তাকবীরগুলিকে ক্বিরাআতের পূর্বে (قبل القراءة) বলা হয়েছে।
(৬) ছানার পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিলে ফরয তাকবীরে তাহরীমা থেকে এগুলিকে পৃথক করা সহজ হয়।
(৭) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পরে হামদ, ছানা ও দরূদ পাঠ সম্পর্কে যে ‘আছার’ বর্ণিত হয়েছে,[29] সেটি তাঁর নিজস্ব আমল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে এরূপ আমলের কোন নযীর নেই।[30]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা, তাকবীরে রুকূ, তাকবীরে ছালাত ইত্যাদি ফরয তাকবীর সমূহ ছাড়াই ১ম রাক‘আতে ৭টি ও ২য় রাক‘আতে ৫টি মোট অতিরিক্ত বারোটি তাকবীর দিতে হবে।

বারো তাকবীরে চার খলীফা :

চার খলীফা ও মদ্বীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ ও খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু’জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[31]

প্রচলিত ছয় তাকবীর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘ছয় তাকবীরে’ ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ‘জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর’ বলে মিশকাতে [32] এবং ‘নয় তাকবীর’ বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[33] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই ‘যঈফ’ বলেছেন। [34] সুতরাং ইবনু মাসঊদের সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْىٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَن يُّتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ-

অর্থৎ ‘এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর ‘ব্যক্তিগত রায়’ মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারি আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম’।[35]

ছয় তাকবীরের তাবীল : ‘জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়’[36] বলে ১ম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক‘আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে ‘তাবীল’ (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু’টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই।

অনুরূপভাবে মুছান্নাফে (বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩) বর্ণিত ‘নয় তাকবীর’ থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক‘আতের রুকূর তাকবীর দু’টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, ‘জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়’ মর্মের বর্ণনাটি যদি ‘ছহীহ’ বলে ধরে নেওয়া হয়, [37] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক‘আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক‘আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক‘আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে’।[38]

অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু’টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত। কিন্তু দ্বীনের দোহাই দিয়েই আমরা দ্বীনদারদের বিভক্ত করে রেখেছি। অথচ শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

ঈদায়নের ছালাতের পদ্ধতি **(كيفية صلاة العيدين)** :

১ম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ধীরস্থিরভাবে স্বল্প বিরতি সহ পরপর সাত তাকবীর দিবে। অতঃপর আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম সরবে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন এবং মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। অনুরূপভাবে ২য় রাক‘আতে দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরভাবে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিয়ে কেবল ‘বিসমিল্লাহ’ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। এ সময় মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।

প্রথম রাক‘আতে সূরায়ে ক্বাফ অথবা আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরায়ে ক্বামার অথবা গা-শিয়াহ পড়বে’। [39] অন্য সূরাও পড়া যাবে।[40] প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ’লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা ‘সিজদায়ে সহো’ লাগে না।[41]

ফুটনোট

[1] . মির‘আত ৫/২১; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম (রিয়াদ : দারুস সালাম ১৪১৪/১৯৯৪), ২৩১-৩২ পৃঃ।

[2] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ঈদায়নের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭।

[3] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮ ‘ছওম’ অধ্যায়-৭, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫০; মির‘আত ৬/৬৯।

[4] . মির‘আত ৫/২২-২৩।

[5] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬।

[6] . আবুদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ঐ, মিশকাত হা/১৪৪৪; মির‘আত ৫/৫৮।

[7] . মির‘আত ২/৩৩০-৩৩১; ঐ, ৫/৩১।

[8] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭; মির‘আত ২/৩৩১; ঐ, ৫/৩১।

[9] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪৮; সনদ যঈফ; মির‘আত ২/৩২৭; ঐ, ৫/২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭।

[10] . মির‘আত ৫/৬৪-৬৫।

[11] . বুখারী (ফাৎহ সহ) ২/৫৫০-৫১ পৃঃ, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অধ্যায়-১৩, অনুচ্ছেদ-২৫।

[12] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬; ঐ, ১/২৩৬; নায়লুল আওত্বার ৪/২৩১।

[13] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৫০; মির‘আত ৫/৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।

[14] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০।

[15] . দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ৮/৪ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৫, প্রশ্নোত্তর ১/১২১; ঐ, ১৪/১১ সংখ্যা, আগষ্ট ২০১১, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৩৩।

[16] . এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন লেখক প্রণীত ‘মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা’ ৩৪-৪৩ পৃঃ।

[17] . আবুদাঊদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০, সনদ ছহীহ।

[18] . দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর ব্যাখ্যা দ্র: ৩/১০৭-০৮; বায়হাক্বী ৩/২৮৭।

[19] . দারাকুৎনী হা/১৭১২, ১৭১৪ ‘ঈদায়েন’ অধ্যায়, সনদ হাসান; বায়হাক্বী ২/২৮৫ পৃঃ। হাদীছের শেষাংশটি দারাকুৎনী ও বায়হাক্বীতে এসেছে। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আবুদাঊদ হা/১১৫১ ‘ছহীহ’; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৮ ‘হাসান ছহীহ’; আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০২০; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৩।

[20] . তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২; মির‘আতুল মাফাতীহ ৫/৫৫ পৃঃ। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়ে ১০টি মতভেদ উল্লেখ করে ১২ তাকবীরকেই ‘সর্বাগ্রগণ্য’ (أرجح الأقوال) হিসাবে মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ নায়ল ৪/২৫৭ পৃঃ।

[21] . আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে‘ তিরমিযী (মদীনা: মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮৪/১৯৬৪) ৩/৮৫; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/২৩৮।

[22] . জামে‘ তিরমিযী (দিল্লী : ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৪১ ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭; তিরমিযী হা/৫৩৬; ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৪; মির‘আত হা/১৪৫৬, ৫/৪৬-৪৮।

[23] . তিরমিযী (দিল্লী: ১৩০৮ হিঃ), ১/৭০; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরূত : তাবি) হা/১২৭৯।

[24] . বায়হাক্বী (বৈরূত ছাপা, তাবি) ৩/২৮৬; মির‘আত ২/৩৩৯; ঐ, ৫/৫০-৫১।

[25] . মির‘আত ২/৩৩৮; ঐ, ৫/৪৬।

[26] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭।

[27] . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২।

[28] . ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩।

[29] . ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪২, ৩/১১৪।

[30] . বায়হাক্বী ৩/২৯০-৯১; মির‘আত ২/৩৪২; ঐ, ৫/৫৪ পৃঃ।

[31] . মির‘আত’ ২/৩৩৮, ৩৪১; ঐ, ৫/৪৬, ৫২।

[32] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭, হাদীছ যঈফ।

[33] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (বোম্বাই ছাপা: ১৯৭৯), ২/১৭৩ পৃঃ।

[34] . বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়ল ৪/২৫৪, ২৫৬; মির‘আত ৫/৫৭; আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩।

[35] . বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির‘আত ৫/৫১।

[36] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭।

[37] . যেমন ত্বাহাবী, শরহ মা‘আনিল আছার ৬/২৫ পৃঃ; আলবানী, ছহীহাহ হা/২৯৯৭; আবুদাঊদ হা/১১৫৩; যদিও তাহকীক মিশকাতে (হা/১৪৪৩; বৈরূত : ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ও মিশকাতের সর্বশেষ তাহকীকে তিনি ‘যঈফ’ বলেছেন (হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহা-দীছিল মাছা-বীহ ওয়াল মিশকাত; দাম্মাম, সঊদী আরব, ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১) হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃঃ।

[38] . ইবনু হাযম, মুহাল্লা (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি) ৫/৮৪ পৃঃ।

[39] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০-৪১ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২।

[40] . আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০, ৮৫৯।

[41] . মির‘আত হা/১৪৫৭, ২/৩৪১ পৃঃ; ঐ; হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩-৫৪; ইরওয়া ৩/১১৩।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9240

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন